লিপি
শিলিগুড়ি, রবিবার, ৭ জানুয়ারি ২০১৮
Siliguri·Sunday·January 7, 2018
Arthik Lipi, Page 7

পরিযায়ী পাখির ভিড় গোঘাটের কাজলা দিঘিতে

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

শীতকাল মানেই পরিযায়ী পাখির আনাগোনা। অন্যান্য জায়গার মতো এ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতে এই মরশুমে অন্যান্য রাজ্য এমনকি দেশের বাইরে থেকেই বহু পরিযায়ী পাখি ভিড় করে। বিশেষ করে যে সমস্ত ঝিল বা জলাভূমি রয়েছে তার পাশেই এই পারিযায়ী পাখির দল আশ্রয় নেয়। সারা পৃথিবী জুড়ে হাঁস প্রজাতির নানান পরিযায়ী পাখি রয়েছে। তারা দেখতেও যেমন রঙ বেরঙের তেমনি তাদের রয়েছে নানান পোষাকি নাম। যদিও গ্রাম বাংলায় মাঝে মাঝে খড় হাঁসের দেখা মেলে। কিন্তু অন্যান্য পরিযায়ী পাখি এই শীতের মরশুম ছাড়া আরও কখনও দেখা যায় না। হুগলির আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের কাজলাদিঘিতেও এক সময় পরিযায়ী পাখির দল ভিড় করত। শীতের মরশুম শুরু হলেই ঝাঁকে ঝাঁকে হাজার হাজার পাখি এখানে এসে মাস তিনেকের জন্য সংসার পাতত। তাদের কলতানে আশেপাশের নলডুবি, গড়মান্দারণসহ বিভিন্ন গ্রাম মুখর হয়ে উঠত। কিন্তু চোরা শিকারিদের আক্রমণ ও দিঘিটি বছরের পর বছর সংস্কার না হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে ওই পাখিদের আনাগোনা কমতে থাকে। এক সময় তা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। ২০১২-১৩ সাল নাগাদ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা খরচ করে দিঘিটি একবার সংস্কার করা হয়। তারপর থেকে আবার পরিযায়ী পাখির আনাগোনা শুরু হয়। তবে তা ছিল সংখ্যায় খুবই কম। কিন্তু এবছর ঠাণ্ডা পড়তেই হঠাৎই কয়েক হাজার পরিযায়ী পাখি এই কাজলা দিঘিতে ভিড় করেছে। ছোট, বড়ো নানান আকৃতির এই পরিযায়ীগুলি বিভিন্ন প্রজাতির। তারা এখন পুরো এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ওদের চলাফেরা, ওড়ার ভঙ্গিমা, বাসস্থান ইত্যাদি দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা বিভিন্ন স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত। কোন কোনও পাখি শুধু দিঘির জলেই সারাদিন কাটিয়ে দিচ্ছে। আবার কোনও কোনও দল আম ও ইউক্যালিপস গাছের ফাঁকে ফাঁকে খেলে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘদিন পর একসঙ্গে এত পাখি দেখে স্থানীয় মানুষও খুব খুশি। ওই এলাকায় কাজের সূত্রে নিয়মিত যাতায়াত নলডুবি গ্রামের দিনমজুর সনাতন দাস ও মন্টু দাসের। তাঁরা জানালেন, কয়েক বছর আগে এখানে প্রচুর পাখি আসত। তা দেখতে পর্যটকরাও ভিড় করতেন। কামারপুকুর-জয়রামবাটী, গড়মান্দারণ ঘোরার ফাঁকে তাঁরা এই কাজলা দিঘির পরিযায়ী পাখির শোভাও দেখে যেতেন। কিন্তু গত কয়েক বছর আর সেই দৃশ্য দেখা যায়নি। এবছর আবার দেখছি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসেছে। খুব ভালো লাগছে। তবে এই দিঘির বেশিরভাগ অংশই কচুরিপানায় ভরে গেছে। এই পানা যদি সংস্কার করা যেত তাহলে আরও অনেক পাখি এসে ভিড় করত কোনও সন্দেহ নেই। তাই আমরা চাই এই দিঘিটা ভালো করে সংস্কার হোক। তাহলে আবার আগেকার দিনের মতো শীতের মরশুমে এই পরিযায়ী পাখিতে পুরো এলাকা ভরে উঠবে। অন্যদিকে এই এলাকারই বাসিন্দা শকুন্তলা পোড়েল জানালেন, আগে চোরাশিকারীদের যাতায়াত ছিল। ফলে অনেক পরিযায়ী পাখি কয়েকদিন থাকার পর পালিয়ে যেত। কিন্তু এখন গ্রামবাসীরা পাখিদের আগলে রাখায় চোরা শিকারীদের আক্রমণ আর নেই। ফলে পাখিরাও নিশ্চিন্তে এখানে থাকতে পারে। তিনি আরও জানালেন, এই পাখিগুলি সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিকে আসে। ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে আবার ফিরে যায়। এতদিন খুব কমই পাখি আসছিল। এবার দেখছি অনেক পাখি এসেছে। পাখিদের ডাকেই ভোরে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে।

তিনিও এই দিঘি সংস্কারের দাবি জানান। এবিষয়ে হুগলি জেলা সভাধিপতি মেহেবুব রহমান বলেন, দিঘিটি যাতে দ্রুত সংস্কার করা যায় তার ব্যবস্থা করা হবে।

তারকেশ্বরে তৃণমূল শিক্ষা সেলের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলি জেলা তৃণমূল শিক্ষাসেলের উদ্যোগে তারকেশ্বরের ভগৎ সিং মঞ্চে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের চেয়ারম্যান নির্মলেন্দু অধিকারী, সাংসদ অপরূপা পোদ্দার ছাড়াও তারকেশ্বর ব্লকের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

এই সম্মেলনে স্কুল সংক্রান্ত বেশ কিছু দাবি রাখেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। সম্মেলনের সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে সাংসদ অপরূপা পোদ্দার তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করে বেশ কিছু দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

শ্রীরামপুরে বাস টার্মিনাসের উদ্বোধনে পরিবহনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু প্রসূতির, হাসপাতালে ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু হল এক প্রসূতি মায়ের। এই ঘটনায় চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে রোগীর আত্মীয় পরিজনরা হাসপাতালে ভাঙচুর চালাল। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে যেতে হল পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিদের। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে। জানা গেছে, মৃতা ওই প্রসূতি মায়ের নাম নূরজাহান বিবি (২৩)। বাড়ি বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার কদমগেড়িয়া গ্রামে। তাঁর স্বামী জয়নাল মণ্ডলের ব্যবসা আছে। নূরজাহানের বাপের বাড়ি গোঘাটের খাটুল গ্রামে। তবে সন্তান প্রসবের আগে কয়েকদিন ধরেই তিনি তাঁর মাসির বাড়ি আরামবাগের বলুণ্ডীতে ছিলেন। মঙ্গলবার প্রসব বেদনা ওঠায় তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শুক্রবার বিকালে তাঁর স্বাভাবিকভাবেই একটি সন্তানের জন্ম হয়। সন্তানটি সুস্থ থাকলেও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যু হয় মা নূরজাহান বিবির। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁর পরিবার পরিজনরা। তাঁরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তোলেন। তাঁদের অভিযোগ, আগের দিন রোগীর ইউ এস জি করা সত্ত্বেও যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি। তা যদি করা হতো তাহলে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটত না। এই অভিযোগ তুলে তাঁরা হাসপাতালের লেবার রুমে ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় হাসপাতাল জুড়ে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান আরামবাগ থানার আইসি শান্তনু মিত্র ও বিশাল পুলিশ বাহিনী। এছাড়াও হাসপাতালে হাজির হন আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী। তাঁরা বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

এবিষয়ে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ শিশির কুমার নস্কর বলেন, ঘটনাটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তবে চিকিৎসায় কোনও ত্রুটি ছিল না। রোগী চিকিৎসায় সাড়া না দেওয়ায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। তা সত্ত্বেও বিভাগীয় তদন্ত করে দেখা হবে।

স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতিতে রক্তদান, বস্ত্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ শনিবার হুগলির আরামবাগের কাপশিট হাইস্কুলে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কাপশিট হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা ডাঃ হরিপদ খাঁ-র স্মৃতির উদ্দেশ্যে ওই রক্তদান শিবির বলে জানা গেছে। এই শিবিরে ৮০জন রক্তদান করেন। এর মধ্যে মহিলা ছিলেন ১৫জন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির কুমার সরকার, কর্মাধ্যক্ষ কমল কুশারী, আরামবাগ থানার আই সি শান্তনু মৈত্র, স্কুলের প্রধানশিক্ষক মুরারী মোহন ঘোষ প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে বস্ত্রদান ও ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন কর হায়। মোট ৭৩জন দুঃস্থ মানুষের হাতে মশারি দেওয়া হয়। এছাড়াও এদিন ডিহিবাগনান হাইস্কুল থেকে কাপসিট হাইস্কুল পর্যন্ত ম্যারাথন দৌড়ে ৪১জন অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীরামপুরে সভা করলেন রাহুল সিনহা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ ধর্মীয় ভাবাবেগকে অস্ত্র করে হুগলির শ্রীরামপুরের মানুষের মন জয় করতে চাইলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার ডাকে শ্রীরামপুর স্নানপিড়ির মাঠে এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা।

পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সহসভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য ও অন্যান্য নেতৃত্বরা। বক্তব্যের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুসলিম তোষণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নেন রাহুলবাবু। যেখানে ওড়িশায় তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করার পর মুখ্যমন্ত্রীর পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে ঢুকতে না পারার প্রসঙ্গ আনেন। পাশাপাশি ভারত থেকে যারা পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দিচ্ছে তাদের লাথি মেরে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন তিনি। সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়ারও চ্যালেঞ্জ জানান রাহুল সিনহা।

আলুতে কল, বিপাকে চাষী

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হিমঘর থেকে বের হওয়া আলুতে কল বেরিয়ে যাচ্ছে। বিপাকে চাষী থেকে ব্যবসায়ী সকলেই। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বর ও পুরশুড়া এলাকায়। এলাকায় গিয়ে দেখা গেল হিমঘরের বাইরে বের করা বেশিরভাগ আলুতেই কল বেরিয়ে আছে। অনিমেষ খাড়া নামে এক চাষীর দাবি, তাঁরা এবছর আলু রেখে খুবই লোকসানের মধ্যে পড়েছেন। তারপর হিমঘর থেকে আলু বের হওয়ার পর দেখছেন প্রায় সমস্ত আলুতেই কল বেরিয়ে গেছে। তার উপর ভাড়া হিসাবে ৬টাকা বেশি দিতে হচ্ছে। অন্যদিকে হিমঘর কর্তৃপক্ষের দাবি, হিমঘরে সংস্কারের প্রয়োজন আছে। এব্যাপারে বিভিন্ন মহলে লিখিত অভিযোগ পাঠিয়েছি। আবার একটি হিমঘরের ছাদের অবস্থা ভালো নয়। জল পড়ে। এই কারনেই কল বেরিয়ে যেতে পারে। তবে হিমঘর কর্তৃপক্ষ কোনও কোনও ক্ষেত্রে সামান্য ছাড়েরও ব্যবস্থা করেছেন।

চুঁচুড়ায় ৯ জানুয়ারি মুকুল রায়ের সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ ৯ জানুয়ারি মুকুল রায়ের সভার প্রশাসনিক অনুমতি নিয়ে বেশ কিছু দিন একটা চাপা লড়াই চলছিল প্রশাসন ও হুগলি জেলা বিজেপির মধ্যে। যদিও শেষ পর্যন্ত প্রশাসন সভার অনুমতি দিয়েছে বলে বিজেপি সূত্রের খবর। বিজেপির অভিযোগ, বার বার আবেদন করার সত্ত্বেও প্রশাসনিক কর্তাদের কাছ থেকে অনুমতি মিলছিল না। রাজ্য বিজেপির দিনক্ষণ অনুযায়ী সভা হওয়ার কথা ছিল ৮ তারিখ। কিন্তু প্রশাসনিক কর্তারা অনিহা দেখানোয় দিন ও তারিখ বদলাতে বাধ্য হয় হুগলি জেলা বিজেপি। তারপরেও সমস্যার সমাধান মেলেনি। এরপর ৯ তারিখ সরকারি মাঠের আশা ছেড়ে রবীন্দ্রনগরের একটি খেলার মাঠে সভা করবে বলে মাঠের আধিকারিকদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রশাসনে পুলিশি সহায়তার আবেদন করা হয়। এমনকি সেই অনুযায়ী পোস্টার দেওয়া থেকে শুরু করে দেওয়াল লিখন সবরকম প্রচারও করে ফেলে। কিন্তু হঠাৎ প্রশাসন জানায় ওই মাঠে নাকি কোনও এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে। বিজেপির আরও অভিযোগ, প্রশাসনের দেওয়া মাঠের ঠিকানা আর তাদের সভার মাঠের ঠিকানা এক নয়। সেই তথ্য তারা প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে পাঠিয়ে দেয়।

বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের একাংশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজশে ওই সভা বানচাল করতে উদ্যোগী হয়েছিল। তখন তারা সাফ জানিয়েছিল, যদি সভা করতে না দেওয়া হয় তাহলে তারা ওই দিন সারা জেলা অবরুদ্ধ করে দেওয়া হবে। যদিও শেষ খবর জানা গেছে, এরপরেই নাকি পুলিশ সরকারি মাঠেই সভা করার অনুমতি দিয়েছে।

সোদপুর ইউকো ব্যাঙ্কের ৭৫তম বর্ষপূর্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ শনিবার হুগলির সোদপুর শাখার ইউকো ব্যাঙ্কে ৭৫তম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ব্যাঙ্ক চত্বর উৎসবের চেহারা নেয়। সকাল থেকেই অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিক কাজকর্ম চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি ছিল গ্রাহকদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা। ব্যাঙ্কে টাকা জমা, তোলা, নতুন এ্যাকাউন্ট খোলা ও অন্যান্য কাজে আসা সকল গ্রাহকদের জন্যই ছিল মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা। উপহার স্বরূপ একটি করে ক্যালেন্ডার ও পেন দেওয়া হয়। পুরো ব্যাঙ্ক চত্বর সাজানো হয়েছিল রজনীগন্ধা আর গাঁদাফুল দিয়ে। সানাইয়ের সুরে পুরো এলাকা মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ব্যাঙ্কের কর্মীরা সহ এলাকার সাধারণ মানুষও একসঙ্গে উৎসবে সামিল হন। ব্যাঙ্কের সিনিয়ার ম্যানেজার সায়ন দাস ও হেড ক্যাসিয়ার অভি ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দু মুখার্জীরা বলেন, সোদপুর এলাকা ছাড়াও আশেপাশে ৯-১০টি গ্রামের প্রায় ১৮ হাজার মানুষ এই ব্যাঙ্কের গ্রাহক। বিভিন্নভাবে আমরা ওইসব গ্রাহকদের পরিষেবা দিয়ে আসছি। তাঁরা আধার লিঙ্ক প্রসঙ্গে বলেন, ব্যাঙ্কের লেনদেন, নকল এ্যাকাউন্ট ও নিরাপত্তা পেতে আধার লিঙ্ক অবশ্যই করানো উচিত।

গোঘাটে দুর্ঘটনায় মৃত লরি চালক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ আবারও দুর্ঘটনা। শুক্রবার ভোরে মৃত্যু হয়েছিল এক ট্রাকের খালাসির। শনিবার ভোরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক লরি চালকের। এবার ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাটের খাটুলে। মৃত ওই লরি চালকের নাম অশ্বিনীকুমার মাহাতো (৩২)। বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ছাতনা থানার কাটারিয়া গ্রামে। জানা গেছে, তিনি লরি নিয়ে কোতুলপুরের দিক থেকে আরামবাগের দিকে যাচ্ছিলেন। যখন গোঘাটের খাটুলের কাছে একটি দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে তিনি ধাক্কা মারেন। গুরুতর জখম হন তিনি। খবর পেয়ে গোঘাট থানার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলাকালীন শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাথমিক অনুমান, ঘন কুয়াশার জন্য দৃশ্যমানতা অনেক কম থাকার ফলেই এই দুর্ঘটনা।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে গ্রেফতার পাঁচ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে সংঘর্ষের ঘটনায় হুগলির খানাকুল থানার পুলিশ শনিবার রাতে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, খানাকুলের হানুয়াবাজার থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা হল সমর সামন্ত, অরিন্দম মণ্ডল, শঙ্কর বর, মুজিবর রহমান মল্লিক এবং বাবলু সর্দার। সকলেরই বাড়ি স্থানীয় মাড়োখানা গ্রামে। জানা গেছে, গত বছর ২৯ নভেম্বর মাড়োখানা তৃণমূল কার্যালয় থেকে সন্ধ্যার সময় নিতাই বর এবং গোপাল পাত্র বাড়ি ফিরছিলেন। তখন তাঁদের মারধর করা হয়। ওই ঘটনায় পরদিন আক্রান্তরা খানাকুল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশ এই পাঁচজনকে গ্রেফতার করে বলে জানা গেছে।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
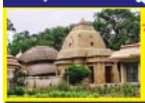
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী
Ph : 03211-256950
Mob. 9732843677
- MRI
- 3D Multi Slice CT Scan
- Digital X-Ray
- Colour Doppler
- Ultrasonography
- Echocardiography 2DM Mode & colour
- Holter Monitor
- Endoscopy
- Colonoscopy
- EMG
- NCV
- EGG
- Pathology
- FNAC